Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন নাহার

রোলঃ 228020304

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন নাহার

রোলঃ 228020304

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কামরুন নাহার, আইডিঃ 228020304 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

কামরুন নাহার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

কামরুন নাহার

আইডিঃ 228020304

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
অধ্যায় ১: সাহাবা শব্দের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ৬
অধ্যায় ২: সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস ৭
অধ্যায় ৩: সাহাবাদের ঈমান ও আকীদা ৮
অধ্যায় ৪: কুরআনের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা ৯
অধ্যায় ৫: হাদীসের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা ১০
অধ্যায় ৬: সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ও ইলমের মর্যাদা ১২
অধ্যায় ৭: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ও ইসলামের প্রচার ১৪
অধ্যায় ৮: সাহাবায়ে কিরামের রাজনৈতিক ভূমিকা ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ১৫
অধ্যায় ৯: সাহাবায়ে কিরামের ইবাদত ও আল্লাহভীতি ১৬
অধ্যায় ১০: সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতপ্রেম ১৭
অধ্যায় ১১: সাহাবায়ে কিরামের ইখলাস (নির্ভেজাল আন্তরিকতা) ও আত্মসমর্পণ ১৯
অধ্যায় ১২: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি কাজ ও ইসলামের প্রচারে ভূমিকা ২০
অধ্যায় ১৩: সাহাবায়ে কিরামের ইলম অর্জনের স্পৃহা ও প্রচেষ্টা ২২
অধ্যায় ১৪: সাহাবায়ে কিরামের জিহাদ ও আত্মত্যাগের আদর্শ ২৩
অধ্যায় ১৫: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে তাকওয়া ও খোদাভীতি ২৫
অধ্যায় ১৬: সাহাবায়ে কিরামের দানশীলতা ও দাক্ষিণ্যতার আদর্শ ২৬
অধ্যায় ১৭: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ও ইসলামের প্রচারকর্ম ২৮
অধ্যায় ১৮: সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিত্রে ইখলাস (নির্ভেজাল আন্তরিকতা) ২৯
অধ্যায় ১৯: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে পরকালের ভয় ও আশা ৩০
অধ্যায় ২০: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল) ৩২
উপসংহার ৩৪
রেফারেন্স ৩৫

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ। মহানবী ﷺ-এর উপর আল্লাহ যেই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন, সেই দ্বীনের প্রথম ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁরই সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

সাহাবায়ে কিরাম এমন এক মহাপরিষদ, যাঁরা সরাসরি নবীজির সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, দ্বীনের কাজ করেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং ইসলাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের ইমান, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ইলম, দাওয়াত, জিহাদ ও আখিরাতমুখী জীবন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

বর্তমানে বিভিন্ন বিভ্রান্ত মতবাদ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস সাহাবাদের মর্যাদা নিয়ে একদম স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। তাঁদের সম্মান করা, তাঁদের ভালোবাসা রাখা এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করা মুসলমানের ঈমানের অংশ।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

১। সাহাবা শব্দের অর্থ ও তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা
২। তাঁদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি বিশ্লেষণ করা
৩। তাঁদের জীবনে কুরআন ও হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা
৪। ইসলামের প্রচারে তাঁদের অবদান চিহ্নিত করা
৫। কুরআন ও হাদীস থেকে তাঁদের মর্যাদা প্রমাণ করা

এই থিসিসে ২০টি অধ্যায়ে সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায় ১: সাহাবা শব্দের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানের একটি অঙ্গ। তারা ছিলেন দ্বীনের প্রথম বাহক, রাসূলের সহচর এবং ইসলামের প্রথম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলী। তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করে জানা যায়, কীভাবে তাঁরা আত্মত্যাগ ও ত্যাগস্বীকার করে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মুসলিমদের মধ্য হতে যিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর সঙ্গ লাভ করেছেন অথবা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী। [১]

কুরআনের আয়াত:

وَ السّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِیۡنَ وَ الۡاَنۡصَارِ وَ الَّذِیۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ وَ اَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ - সূরা তাওবা: ১০০

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (আল-বায়ান) [২]

সাহাবা শব্দের শাব্দিক অর্থ:

“সাহাবা” (صحابة) শব্দটি আরবি ভাষার “صُحبة” ধাতু থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো “সঙ্গ”, “সহচর্য”। এর বহুবচন হলো “সাহাবা” এবং একবচন হলো “সাহাবী” (صحابي)।

ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী:

ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে—

“যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যে এসেছেন, ঈমান সহকারে তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপরই ইন্তেকাল করেছেন।”

অধ্যায় ২: সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস

সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা:

সাহাবায়ে কিরামের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণের মতে মোট সাহাবীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার বা তার কিছু বেশি।

কুরআনের আলোকে সাহাবাদের শ্রেণিবিন্যাস:

আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে উল্লেখ করেছেন

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

"ফতহের (মক্কা বিজয়ের) পূর্বে যারা ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা সমান নয়; তারা মর্যাদায় আরও উচ্চ।" [৩]

সাহাবীদের শ্রেণিবিন্যাস (ইমাম যাহাবী ও অন্যান্য উলামাদের মতে):

1. **আশারায়ে মুবারাকা** – দশজন সাহাবী যাঁদের জন্য রাসূল (সা.) দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।
2. **আহলে বদর** – ৩১৩ জন সাহাবী যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।
3. **বাইআতে রিজওয়ানের সাহাবা** – হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যারা নবীর হাতে বায়াত করেছিলেন।
4. **মুহাজিরীন ও আনসার** – ইসলামের সূচনালগ্নে যারা মহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন।
5. **বিদায় হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবা** – যারা রাসূলের জীবদ্দশায় শেষ হজে উপস্থিত ছিলেন।

কিছু উল্লেখযোগ্য সাহাবীর সংখ্যা:

শ্রেণি	**আনুমানিক সংখ্যা**
বদরী সাহাবা	৩১৩ জন
বাইআতে রিজওয়ানের সাহাবা	১৪০০ জনের মতো
বিদায় হজে অংশগ্রহণকারী	১ লক্ষ ২৪ হাজারের মতো
মহিলা সাহাবিয়া	৬০০+ জন (যাদের নাম জানা যায়)

সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারা:

1. খিলাফতের ৪ খলিফা (আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা.)
2. বদরী সাহাবা
3. বাইআতে রিজওয়ান সাহাবা
4. মুহাজির ও আনসার
5. সাধারণ সাহাবা যারা নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন

অধ্যায় ৩: সাহাবাদের ঈমান ও আকীদা

সাহাবায়ে কিরামের ঈমান:

সাহাবাগণ ছিলেন ঈমানের প্রকৃত মূর্ত প্রতীক। তাঁরা শুধু মুখে বিশ্বাস করতেন না, বরং সে বিশ্বাসকে কাজ ও আমলে রূপ দিয়েছিলেন। তাঁরা কেবল তত্ত্বগত বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং ত্যাগ, জিহাদ, দাওয়াত ও দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায় অর্জন করেন।

কুরআনের ভাষ্যে সাহাবাদের ঈমান:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারপর কোনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যিকারের মুমিন।" [৪]

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবীদের ঈমান সন্দেহহীন, ত্যাগময় এবং জিহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

হাদীসে সাহাবীদের ঈমানের মর্যাদা:

"তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা 'আলার রাস্তায় উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না' ' । [৫]

সাহাবাদের আকীদা:

সাহাবীদের আকীদা ছিল:

১) এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস,

২) রাসূল (সা.)-এর নবুয়তে দৃঢ় বিশ্বাস,

৩) কুরআন ও ওহির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য,

৪) জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান,

৫) তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস,

৬) সকল নবী ও কিতাবের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস।

সাহাবাদের আকীদার বিশুদ্ধতার ফলাফল:

তাঁরা দ্বীনের প্রচারে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের থেকে ইলম, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষিত হয়েছে

অধ্যায় ৪: কুরআনের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ইসলামের প্রথম প্রজন্ম। তাঁদের মর্যাদা ও গৌরব কুরআন মাজীদে বহুস্থানে সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

১. সাহাবিদের জান্নাতের সুসংবাদ:

وَعَدَ اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا وَ مَسٰکِنَ طَیِّبَۃً فِیۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ وَ رِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکۡبَرُ ؕ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۷۲

আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা। [৫]

সাহাবীরা ছিলেন প্রথম ও প্রকৃত মুমিন। এই প্রতিশ্রুতি তাঁদের জন্য প্রথমে প্রযোজ্য

২. সাহাবীরা ছিলেন পরীক্ষিত ও দৃঢ় ঈমানদার:

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِہٖ ثُمَّ لَمۡ یَرۡتَابُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الصّٰدِقُوۡنَ

মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী। [৭]

৩. সাহাবাদের ত্যাগ ও কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করেছেন:

لَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ هَاجَرُوۡا وَ جٰهَدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ ۙ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفَآئِزُوۡ

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। [৮]

৪. সাহাবিদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ:

لَهُمُ الۡبُشۡرٰی فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ ؕ لَا تَبۡدِیۡلَ لِکَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ

তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা। [৯]

৫. বাইআতে রিজওয়ানের সাহাবাদের প্রসংসা:

لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ تَحۡتَ الشَّجَرَۃِ فَعَلِمَ مَا فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ فَاَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ عَلَیۡهِمۡ وَ اَثَابَهُمۡ فَتۡحًا قَرِیۡبًا

মু’মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়‘আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়। [১০]

এ আয়াতে বাইআতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের উচ্চ মর্যাদা বোঝানো হয়েছে।

৬. আল্লাহ সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন তাদের সহযোগিতার জন্য:

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ هَاجَرُوۡا وَ جٰهَدُوۡا فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيۡنَ اٰوَوۡا وَّ نَصَرُوۡۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ حَقًّا لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ رِزۡقٌ كَرِيۡمٌ ۟

আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক। [১১]

৭. কিয়ামত পর্যন্ত সাহাবীদের জন্য দোয়া:

وَ الَّذِيۡنَ جَآءُوۡ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَ لِاِخۡوَانِنَا الَّذِيۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِيۡمَانِ وَ لَا تَجۡعَلۡ فِيۡ قُلُوۡبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। [১২]

এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কুরআন মাজীদে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা কীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ৫: হাদীসের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসগুলোতে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মহত্ব, মর্যাদা, ভালোবাসা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবীজী ﷺ সাহাবীদের সম্পর্কে উচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁদের সমালোচনার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

১। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। [১৩]

২। আবদুল্লাহ ইবনু মাস' উদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মাঝখান হতে যদি আমি বন্ধু বানাতাম তাহলে আবূ বাকারকেই বন্ধু বানাতাম। [১৪]

৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ)-কে তাঁর খাটিয়ায় রাখা হলে ব্যক্তিরা তাঁর কাছে জমা হয়ে দু' আ, প্রশংসা ও দরূদ পাঠ করছিল, তখনও তাঁর জানাযা হয়নি। আমিও লোকদের সাথে ছিলাম। জনৈক লোক পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলে আমি শঙ্কিত হলাম। ঘুরে দেখি 'আলী (রাঃ)। তিনি বললেন, আল্লাহ 'উমারের (রাঃ) উপর রহম করুন। এরপর 'উমারকে সম্বোধন করে বললেন, হে 'উমার! আপনি আপনার চেয়ে অধিক পছন্দের কোন লোক রেখে যাননি

যার ‘আমাল এমন যে, তার মত ‘আমাল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভে ভালবাসি। আমার মনে হত, আল্লাহ আপনাকে আপনার দু’ সাথীর সাথেই রাখবেন। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রায়ই বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বাকর ও ‘উমার এসেছি। প্রবেশ করেছি আমি, আবূ বাকর ও ‘উমার ; বেরও হয়েছি আমি, আবূ বাকর ও ‘উমার। এজন্যে আমার দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থা এই যে, আপনাকে আল্লাহ তাঁদের সঙ্গেই রাখবেন। [১৫]

৪। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীরা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০ জন সাহাবীকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা “আশারায়ে মুবারাকা” নামে পরিচিত:

১)আবু বকর (রা.)

২)উমর (রা.)

৩)উসমান (রা.)

৪)আলী (রা.)

৫)তালহা (রা.)

৬)যুবাইর (রা.)

৭)আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)

৮)আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.)

৯)সাঈদ ইবনে জায়দ (রা.)

১০) সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) [১৬]

৫। বদরের সাহাবীদের মর্যাদা:

দর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবীদের আল্লাহ ও তার রাসূল অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। হজরত জিবরাঈল (আ.) নবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কিভাবে মূল্যায়ন করেন? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সর্বোত্তম মুসলিম হিসেবে অথবা অনুরূপ কিছু। হজরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, অনুরূপ ফেরেশতাদের মধ্যেও যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। [১৭]

জরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, অপর হাদিসে রাসুলে আকরাম (সা.) বদর যুদ্ধে শহীদ একজন সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমার সুসংবাদ দান করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবগত আছেন। তিনি বলেছেন, ‘তোমাদের যা ইচ্ছা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।’ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, ‘এমন মহান সুসংবাদ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাড়া আর কেউ পায়নি। [১৮]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। হজরত জাবের (রা.) বর্ণিত, হজরত হাতেব (রা.)-এর একজন দাস রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে নালিশ করল এবং সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), নিশ্চয় হাতেব জাহান্নামে যাবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ। সে জাহান্নামে যাবে না। কেননা সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। [১৯]

বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের এই অপরিমেয় সম্মান ও মর্যাদার কারণ ব্যাখ্যা করে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এটা নিছক কোনো যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। এর প্রকৃত রূপ ছিল অকল্পনীয় রকম কঠিন এবং প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ জন্য শরিয়ত প্রণেতা (রাসুলুল্লাহ সা.) তাদের মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত ফেরদাউসের উচ্চ স্তর লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। [২০]

অধ্যায় ৬: সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ও ইলমের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন দ্বীনি জ্ঞানের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহির শিক্ষা সরাসরি যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণি হলো সাহাবীগণ। ইসলামের যাবতীয় বিধান, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, আকীদা—সব কিছুর মৌলিক ভিত্তি তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

১. কুরআনে সাহাবাদের জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু চরিত্র:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।"- [২১]

ফাসসিরগণ বলেছেন, এই আয়াত প্রথমে সাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, কারণ তাঁরাই ছিলেন
প্রথম 'আহলে যিকর' বা দ্বীনি জ্ঞানধারী।

২. সাহাবীদের হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার:

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীরা:

ক) আবু হুরাইরা (রা.): প্রায় ৫,৩৭৪টি হাদীস

খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.): প্রায় ২,৬৩০টি হাদীস

গ) আয়েশা (রা.): প্রায় ২,২১০টি হাদীস

ঘ) আনাস ইবনে মালিক (রা.): প্রায় ২,২৮৬টি হাদীস

৩. সাহাবাদের ফতওয়ার মর্যাদা:

উমার (রা.), আলী (রা.), আয়েশা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণ তাঁদের সময়ের প্রধান ফকীহ ছিলেন। তাঁদের ফতওয়া অনুসরণ করেই তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন যুগের ইমামগণ মতামত প্রদান করতেন।

৪. কুরআনের তাফসীরে সাহাবাদের অবদান:
তাফসীরবিদ সাহাবীরা ছিলেন:
ক) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) — কুরআনের তাফসীরের 'ইমাম'
খ) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) — কুরআন পাঠের অন্যতম বিশারদজাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)
৫. সাহাবীরা নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার শিক্ষাবিদ:
ক) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
খ) শাম, ইরাক, মিসর ও পারস্যে দ্বীন প্রচার
গ) ফিকহ, বিচার, প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরি
৬. সাহাবীদের জ্ঞান ও ইলম সংরক্ষণের মাধ্যম:
তাঁদের মুখের বয়ান, হাতে লেখা কিতাব, এবং তাঁদের ছাত্র—তাবেঈনরা—ছিলেন ইসলামের জ্ঞানের ধারক ও বাহক।
সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ছিল ওহির আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁদের ইলম আমাদের দ্বীনের মূল ভিত্তি। তাঁদের জ্ঞানী চরিত্র ও আমল আমাদের অনুসরণের আদর্শ।

অধ্যায় ৭: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ও ইসলামের প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দাঈ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনায় এবং স্ব-উদ্যোগে তাঁরা দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। তাঁদের দাওয়াতি জীবন ছিল অফুরন্ত ত্যাগ, সাহস, ইখলাস এবং সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠায় পূর্ণ।

১. রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি নির্দেশ:

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। ২২]

সাহাবীগণ ছিলেন এই আয়াতের প্রথম বাস্তব অনুকরণকারী।

২. দাওয়াতের জন্য সাহাবাদের বিশ্বভ্রমণ:

সাহাবীরা ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন:

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেন, হযরত আবু উবাইদা (রা.) শাম (সিরিয়া), হযরত আমর ইবনে আস (রা.) মিসর (ইজিপ্ট), হযরত সালমান ফারসি (রা.) পারস্য

সাহাবীগণ দাওয়াতে নির্যাতন, ব্যঙ্গ, হিজরত সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো পিছপা হননি।

৩. সাহাবাদের দাওয়াতি উপায় ও পদ্ধতি:

ক) সরল ভাষায় কথা বলা

খ) মানুষের অবস্থা বুঝে দাওয়াত প্রদান

গ) আন্তরিকতা ও দয়া প্রদর্শন

ঘ) উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত

৪. সাহাবাদের দাওয়াতের সাফল্য:

তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে:

আরবের বাইরে পারস্য, রোমান সাম্রাজ্য, মিশর, ইথিওপিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন যুগের বড় বড় আলেম, দাঈ ও মুজাহিদ তৈরি হয় সাহাবাদের দাওয়াতি উত্তরাধিকার থেকে।

৫. দাওয়াতের পথে সাহাবাদের ত্যাগের ইতিহাস:

হিজরত: মক্কা থেকে মদিনা, হাবশা

যুদ্ধ: বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুক

শহীদ: ইয়াসার পরিবার, হামজা (রা.), মুয়াজ (রা.)

৬. সাহাবীদের দাওয়াতি ব্যক্তিত্ব:

সাহাবীগণ ছিলেন: শান্ত স্বভাবের দাঈ (আবু হুরাইরা রা.), বিচারক দাঈ (আলী রা.), বুদ্ধিমান দাঈ (উমর রা.), নরম-সাবধানী দাঈ (উসমান রা.)

৭. সাহাবাদের দাওয়াতের উত্তরাধিকার আমাদের জন্য:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। [২৩]

সাহাবীদের আদর্শই আমাদের জন্য আদর্শ। সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন আমাদের জন্য চিরন্তন আদর্শ। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী দাওয়াত দিয়েছেন, দাওয়াতের পথেই জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ইসলামের আলো বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দিয়েছেন।

অধ্যায় ৮: সাহাবায়ে কিরামের রাজনৈতিক ভূমিকা ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব সাহাবায়ে কিরামের ওপর ন্যস্ত হয়। তাঁরা শুধু দীন প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং ইসলামের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই অধ্যায়ে সাহাবীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার বিবরণ করা হয়েছে।

১. আবু বকর (রা.)-এর শাসন ও রাষ্ট্রীয় দৃঢ়তা:

মিথ্যাবাদী নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জাকাত অস্বীকারকারীদের দমন, কুরআন সংকলনের সূচনা

২. উমর (রা.)-এর শাসনে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন:

প্রশাসনিক বিভাগ চালু (বাইতুল মাল, বিচার বিভাগ, সেনাবিভাগ), শাসনব্যবস্থায় কড়া ন্যায়বিচার, নতুন অঞ্চল বিজয়: পারস্য, সিরিয়া, মিসর

৩. উসমান (রা.)-এর কুরআন সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণ:

একমাত্র সরকারি mushaf প্রকাশ, ইসলামি নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠা, নতুন শহর ও রাস্তা নির্মাণ

৪. আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়নীতি:

ক) বিচার বিভাগকে সুসংহত করা

খ) দাঙ্গা-বিদ্রোহের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা

গ) ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ইক্বামত প্রতিষ্ঠা

সাহাবীরা কুরআন ও সুন্নাহকে মূল ভিত্তি ধরে আইন প্রণয়ন, বিচার ও শাসন করেছেন।

৫. শূরা ও গণমতভিত্তিক শাসন:

হযরত উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর খিলাফত নির্বাচনের জন্য শূরা পরিষদ গঠন করা হয়। এটাই ছিল ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উৎকর্ষ।

৬. সাহাবীদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা:

রাষ্ট্রীয় বাজেট, সেনা গঠন, জনকল্যাণ (পানীয় ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ), দাসমুক্তি কর্মসূচি

৭. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশ্বিক প্রভাব:

সাহাবীদের হাত ধরে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা:

ক) পারস্যে দাওলাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করে

খ) বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে

গ) আফ্রিকায় মিসর, লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়

সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন শুধু ধর্মপ্রচারক নন, তাঁরা ছিলেন যুগান্তকারী রাষ্ট্রনায়ক। তাঁদের শাসন ও নীতি আজকের মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনন্য মডেল। তাঁদের আদর্শিক নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল বিশ্বের প্রথম বাস্তব ও ন্যায়নিষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অধ্যায় ৯: সাহাবায়ে কিরামের ইবাদত ও আল্লাহভীতি

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন এমন একটি শ্রেণি, যারা শুধু বাহ্যিক রাজনীতি ও দাওয়াতি কাজে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তাঁরা অন্তরগত আল্লাহভীতি, ইখলাস এবং গভীর ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের জীবন সাজিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নফল ইবাদত, কিয়ামুল লাইল, রোজা, দান-সদকা, যিকির-তাসবীহ, কান্নাকাটি এবং আল্লাহর ভয়ভীতিতে সর্বাধিক উত্তম।

১. সাহাবাদের ইবাদতের দৃঢ়তা:

لَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَؕ

তারা নামায ক্বায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাত্থেকে ব্যয় করে। [২৪]

সাহাবীগণ এই আয়াতের বাস্তব নমুনা ছিলেন।

২. সাহাবাদের কিয়ামুল লাইলের গুরুত্ব:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) রাতের অধিকাংশ সময় সালাতে কাটাতেন। তিনি বলতেন:

"রাতে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা দিনেও মহান হয়।"[২৫]

৩. সাহাবাদের কান্না ও আল্লাহভীতি:

وَيَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ يَبۡكُوۡنَ وَيَزِيۡدُہُمۡ خُشُوۡعًا

এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে থুতনির উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) তাদের অন্তরের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে। [২৬]

আবু বকর (রা.) ইমামতিতে কুরআন পড়তে গিয়ে এত কাঁদতেন যে, মসজিদে তার কান্না শুনতে পাওয়া যেত।

৪. সাহাবাদের রোজা ও নফল ইবাদত:

হযরত আবু দারদা (রা.) দিনের অধিকাংশ সময় নফল রোজা রাখতেন। হযরত উমর (রা.) রাতে তাহাজ্জুদ, দিনে রোজা রাখতেন।

৫. সাহাবাদের দান ও সদকার প্রতি আগ্রহ:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ

তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [২৭]

এই আয়াত অনুযায়ী সাহাবীগণ তাঁদের সর্বোত্তম সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।

৬. সাহাবাদের জিহাদ ও শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা:

"যে আল্লাহর পথে বের হয়, সে যেন ফিরে না আসে শহীদ না হয়ে বা বিজয় অর্জন না করে।[২৮]

সাহাবায়ে কিরামের ইবাদত ও আল্লাহভীতি ছিল নিঃস্বার্থ ও নির্মল। তাঁরা আখিরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁদের জীবন ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। আমাদের উচিত তাঁদের ইবাদত ও আল্লাহভীতি অনুসরণ করা।

অধ্যায় ১০: সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতপ্রেম

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন এমন এক মহামানবগোষ্ঠী, যাঁরা দুনিয়ার চাকচিক্য, পদমর্যাদা, ধনসম্পদ ইত্যাদির প্রতি বিমুখ ছিলেন। তাঁরা দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করতেন এবং আখিরাতকেই চূড়ান্ত গন্তব্য ও প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতপ্রেম ছিল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের বাস্তব নিদর্শন।

১. দুনিয়ার ধোঁকা সম্পর্কে আল্লাহর সতর্কবার্তা:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"এই দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।" [২৯]

সাহাবীগণ এই আয়াতকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

২. সাহাবাদের দুনিয়া বিরাগের ফল:

তাঁদের এই দুনিয়াবিমুখতা তাঁদের আত্মাকে পবিত্র করেছিল এবং আখিরাতের প্রতি প্রেম ও ভরসা দৃঢ় করেছিল।

৩. সাহাবাদের দুনিয়াবিমুখ জীবনের দৃশ্য:

হযরত উসমান (রা.) বিশ্বখ্যাত ধনী হয়েও খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং অধিকাংশ সম্পদ দান করতেন।

৪. আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"আখিরাতই উত্তম এবং স্থায়ী।" [৩০]

সাহাবারা আখিরাতকে তাদের চূড়ান্ত ঠিকানা মনে করতেন।

৫. সাহাবাদের দানশীলতা ও আখিরাতপ্রেম:

তাঁরা দুনিয়ার সম্পদকে আখিরাতের জন্য পুঁজি বানিয়েছেন:

হযরত আবু বকর (রা.) পুরো সম্পদ দান করেছেন, হযরত উমার (রা.) অর্ধেক সম্পদ দান করেছেন, হযরত উসমান (রা.) পুরো ব্যবসা রাসূল ﷺ-এর পথে ব্যয় করেছেন

৬. সাহাবাদের দুনিয়াবিমুখতা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়:

আজকের সমাজে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অনেক। সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে আমাদের শিখতে হবে কীভাবে দুনিয়াকে উপকরণ মনে করে আখিরাতের জন্য কাজ করতে হয়।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। [৩১]

সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতপ্রেম এমন এক অনুপম আদর্শ, যা সকল মুসলমানের জন্য পথপ্রদর্শক। দুনিয়া কখনোই তাঁদের অন্তরের মালিক হয়নি, বরং তাঁরা দুনিয়ার মালিক হয়েও দুনিয়ার দাসত্ব করেননি। তাঁদের এই শিক্ষাই আমাদের আত্মশুদ্ধির পথ।

অধ্যায় ১১: সাহাবায়ে কিরামের ইখলাস (নির্ভেজাল আন্তরিকতা) ও আত্মসমর্পণ

সাহাবায়ে কিরামের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইখলাস তথা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করা এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। তাঁরা তাঁদের সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন, যাতে তাঁদের মধ্যে কোনো রিয়া বা লোক দেখানো কাজের প্রবণতা ছিল না। এই অধ্যায়ে সাহাবাদের ইখলাস ও আত্মসমর্পণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হবে।

১. কুরআনে ইখলাসের গুরুত্ব:

وَمَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ

তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দীন। [৩২]

সাহাবারা এই আয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন।

২. সাহাবাদের ইখলাসের অনুপম দৃষ্টান্ত:

হযরত আবু বকর (রা.) এতটাই ইখলাসের সাথে দান করতেন যে, তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন না। এমনকি রাসূল ﷺ-ও মাঝে মাঝে জানতে পারতেন না কে দান করছে।

সাহাবাদের অন্তর ছিল একান্তই আল্লাহর জন্য।

৩. সাহাবাদের ইখলাসপূর্ণ ইবাদত:

তাঁদের ইবাদত এমন ছিল যে, তাঁরা কাউকে জানানোর প্রয়োজনই মনে করতেন না। সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) বহু বছর পর্যন্ত রোজার কথা কাউকে জানাননি।

ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, ‘বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয় সন্দেহের সৃষ্টি করে, তা পরিত্যাগ না করে।“ [৩৩]

৪. আত্মসমর্পণে সাহাবাদের তৎপরতা:

কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীরা তা বাস্তবায়ন করতেন। যেমনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا اَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِىِّ وَلَا تَجۡهَرُوۡا لَهٗ بِالۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ

হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে। [৩৪]

এই আয়াতের পর সাহাবীরা রাসূল ﷺ-এর সামনে নিজেদের আওয়াজ এত কমিয়ে দিতেন যে, মনে হতো তাঁরা চুপ করে আছেন।

৫. সাহাবাদের আত্মসমালোচনা ও ইখলাসের শিক্ষণীয় দিক:

তাঁরা নিজের আমলকে কখনোই বড় মনে করতেন না, বরং সবসময় ভয় করতেন, হয়তো আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

৬. আজকের আমাদের জন্য সাহাবাদের ইখলাস ও আত্মসমর্পণ অনুসরণের প্রয়োজন:
আজকের সমাজে ইখলাসের অভাব এবং রিয়া প্রবণতা বেড়ে গেছে। সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে শিখতে হবে কীভাবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব এবং আত্মসমর্পণ করব।

সাহাবায়ে কিরামের ইখলাস ও আত্মসমর্পণ ছিল প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন। তাঁদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশে নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন। তাঁদের এই গুণাবলী আজও সকল মুসলমানের জন্য অনুসরণীয় ও প্রয়োজনীয়।

অধ্যায় ১২: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি কাজ ও ইসলামের প্রচারে ভূমিকা

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সাহাবারা ইসলামের দাওয়াতকে শুধু মুখের কথা নয়, বরং জীবন উৎসর্গ করে বাস্তবে রূপদান করেছেন। তাঁদের দাওয়াতি কাজ ছিল পূর্ণ ইখলাস ও আত্মত্যাগে ভরপুর।

১. কুরআনে দাওয়াতের নির্দেশ:

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। [৩৫]
সাহাবারা এই আয়াতের আমলী রূপ ছিলেন।

২. সাহাবাদের দাওয়াতি মনোভাব:
রাসূল ﷺ তাদের যেদিকে পাঠাতেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ যেতেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) ছিলেন প্রথম দূত যিনি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে মদীনায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

৩. সাহাবাদের আত্মত্যাগী দাওয়াতি জীবন:
সাহাবীরা দাওয়াতের জন্য নিজের পরিবার, সম্পদ, ঘরবাড়ি, সবকিছু ত্যাগ করেছেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) চীনে ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) বৃদ্ধ বয়সে কনস্টান্টিনোপলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান এবং সেখানেই শহীদ হন।

৪. সাহাবাদের দাওয়াতি সফরের বিস্তার: তাঁদের দাওয়াতি ভাষা ছিল হৃদয়গ্রাহী ও সংবেদনশীল। সাহাবারা সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। হযরত উক্বা ইবনে আমির (রা.) মিসরে ইসলাম প্রচার করেছেন।

৫. সাহাবাদের দাওয়াতি কাজের ফলাফল:

অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম বিশ্বের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ছিল সাহাবাদের ত্যাগ ও ইখলাসের ফল।

৬. সাহাবাদের দাওয়াতি শিক্ষণীয় পদ্ধতি:

তাঁরা হিকমত, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। তাঁদের কারো আচরণে কঠোরতা দেখা যেত না, বরং তারা মানুষের অন্তর জয় করতেন।

৭. সাহাবাদের দাওয়াতি কর্মে রোল মডেল:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًا

(আমার পরে) তোমাদের যে কেউ বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।[৩৬] এরূপ দলাদলি শুরু হলে সমাধান কী হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

'সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হবে আমার এবং আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, তোমরা তাকে মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা সকল প্রকার নব্য কাজ থেকে নিরাপদ দূরতেব অবস্থান করবে; কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদআ' ত; প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী'।[৩৭]

সুতরাং এসকল জামাতের মধ্যে যে জামাতই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবায়ে কিরাম বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদীনের ও ফযীলাত প্রাপ্ত যুগের মানহাজের (পথ ও পদ্ধতির) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমরা তাদের সাথেই সম্পৃক্ত থাকব, তাদের সাথে কাজ করব।

৮. আজকের মুসলমানদের জন্য সাহাবাদের দাওয়াতি পদ্ধতির অনুসরণীয়তা:

বর্তমানে দাওয়াতের কাজ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সাহাবাদের ইখলাস, ধৈর্য, দাওয়াতি ভাষা ও পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইসলাম আবারও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ছিল নিরলস, অক্লান্ত, ইখলাসপূর্ণ এবং উৎসর্গমূলক। তাঁরা দুনিয়ার কোনো সম্মান, পদ বা সম্পদের জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। সাহাবাদের জীবন আমাদের জন্য চিরন্তন আদর্শ।

অধ্যায় ১৩: সাহাবায়ে কিরামের ইলম অর্জনের স্পৃহা ও প্রচেষ্টা

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে জ্ঞান (ইলম) অর্জনের প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, তা ইসলামী ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁরা কেবল জ্ঞান অর্জন করতেন না, বরং সেই জ্ঞানকে আমলে রূপান্তর করতেন এবং অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতেন।

১. কুরআনে ইলমের মর্যাদা:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?" [৩৮]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এ কথার বাস্তব রূপকার ছিলেন।

২. সাহাবাদের ইলম অর্জনের আন্তরিকতা:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দিনরাত রাসূল ﷺ এর সঙ্গ ত্যাগ করতেন না, যাতে কোনো হাদীস বাদ না পড়ে। তিনি বলেন:

"আমি রাসূল ﷺ থেকে এমন অনেক হাদীস শুনেছি, যা অন্য কেউ জানত না। কারণ আমি তাঁর পাশে সর্বদা থাকতাম।" [৩৯] (সহীহ বুখারি, পরিচ্ছেদ -৩)

৩. হযরত আলী (রা.) বলেন:

"ইলম সম্পদ থেকে উত্তম। সম্পদকে রক্ষা করতে হয়, আর ইলম মানুষকে রক্ষা করে।
"

৪. সাহাবারা শুধুই জানতেন না, শিখাতেনও:

যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন:

"আমি রাসূল ﷺ থেকে শিখেছি, আবার আমি বহু লোককে শিখিয়েছি।"

৫. ইলমের জন্য ত্যাগ স্বীকার:

কিছু সাহাবী দীর্ঘ ভ্রমণ করতেন একটি হাদীস জানার জন্য। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) একবার সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন কেবল একটি হাদীস জানতে।

৬. কুরআন শিক্ষায় সাহাবাদের ভূমিকা:

اَوۡ زِدۡ عَلَیۡهِ وَ رَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِیۡلًا

অথবা তার চেয়ে বাড়াও, আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর। [৪০]

এই নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবারা কুরআন শিখতেন, মুখস্থ করতেন এবং অন্যদের শেখাতেন।

৭. সাহাবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলেম:

আবু হুরায়রা (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আয়েশা (রা.) । তাঁরা ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের বড় খনি।

৮. আমাদের জন্য শিক্ষা:

ইলমের প্রতি আন্তরিকতা। ইলম অর্জনের জন্য পরিশ্রম ও সময় দেওয়া। জ্ঞান অর্জনের পর তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

সাহাবায়ে কিরামের ইলমপ্রিয়তা আজকের মুসলিম সমাজের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তাঁদের মত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারি এবং ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি মজবুত করতে পারি।

অধ্যায় ১৪: সাহাবায়ে কিরামের জিহাদ ও আত্মত্যাগের আদর্শ

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ইসলামের জন্য তাঁদের জীবন, সম্পদ, সময়, সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের জিহাদ ছিল শুধু যুদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য সবর, ত্যাগ, সাহস এবং আত্মবলিদান। তাঁরা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাধা-বিপত্তি জয় করেছেন।

১. কুরআনে জিহাদের গুরুত্ব:

نَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। [৪১]

সাহাবায়ে কিরাম এই আয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন।

২. সাহাবাদের জিহাদের প্রকৃতি:

তাঁরা ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতেন, কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়।

৩. সাহাবাদের আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত:

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁর কাফন পর্যন্ত ছিল না। হযরত হামজা (রা.) ইসলাম রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

৪. সাহাবাদের জিহাদের আত্মত্যাগের উদাহরণ:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) যুদ্ধের আগে দোয়া করেছিলেন:

"হে আল্লাহ! শত্রু যেন আমার নাক-কান কেটে ফেলে, আমি যেন শহীদ হই এবং কিয়ামতের দিন তুমি বলো: হে আমার বান্দা! এই তোমার কাটা নাক ও কান। আমি বলবো: হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে কেটেছি।"

৫. সাহাবাদের জিহাদের প্রেরণা:

তাঁরা বলতেন- "জান্নাতের গন্ধ আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অনুভব করি।"

হযরত আনাস (রা.) বলেন:

"হযরত উমায়ের (রা.) বললেন: হে আনাস! যদি আমি শহীদ হই, আমার জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

৬. সাহাবাদের জিহাদ ছিল আল্লাহর পথে:

তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতেন

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪২]

৭. সাহাবাদের আত্মত্যাগের শিক্ষা:

তাঁরা ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।৯. সাহাবাদের আত্মত্যাগের ফলে ইসলামের প্রসার:

তাঁদের এই আত্মত্যাগের কারণে ইসলাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা প্রাণ দিয়ে ইসলামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

৮. আমাদের জন্য সাহাবাদের জিহাদ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা:

আজকের মুসলিমদের উচিত সাহাবাদের মত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ ও আত্মত্যাগের মানসিকতা ধারণ করা। জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়, বরং ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ, প্রচেষ্টা, দাওয়াত, শিক্ষা, অর্থ ব্যয় ইত্যাদি।

সাহাবাদের জিহাদ ও আত্মত্যাগ ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল। তাঁদের জীবন আমাদের জন্য দাওয়াতি, জিহাদি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করা।

অধ্যায় ১৫: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে তাকওয়া ও খোদাভীতি

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে তাকওয়া ও খোদাভীতি ছিল সর্বোচ্চ স্তরে। তাঁরা আল্লাহর ভয়, আত্মসংযম, পাপ থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের তাকওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণকে হিদায়াতের পথ বলেছেন।

১. কুরআনে তাকওয়ার গুরুত্ব:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক মুত্তাকি।" [৪৩]

সাহাবায়ে কিরাম এই তাকওয়ার প্রকৃত মডেল ছিলেন।

২. সাহাবাদের আল্লাহভীতি পূর্ণ জীবন:

সাহাবারা রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

"তাঁরা রাতের সামান্য অংশেই বিশ্রাম করতেন।" [৪৪]

৩. সাহাবাদের জীবনে রিযিকের হালাল-হারামের বিষয়ে ভয়:

সাহাবারা হারাম উপার্জন থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন জানতে পারতেন তাঁর খাদ্যে সন্দেহ রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তা বের করে দিতেন।

৪. সাহাবাদের জীবনে তাকওয়ার আলোকবর্তিকা:

তাঁরা সর্বদা নিজেদের আমলের মূল্যায়ন করতেন। নিজেরা মনে করতেন, তাঁদের আমল যথেষ্ট নয়।

৫. সাহাবাদের দোয়া ও কান্না:

হযরত উমর (রা.) রাতে আল্লাহর ভয় ও কান্নায় এতই কাঁদতেন যে, চোখের নিচে দাগ হয়ে যেত।

হযরত আলী (রা.) রাতে কান্নায় ভিজে যেতেন, তিনি বলতেন: "হে আমার প্রভু! আমার কোনো আমল নেই, শুধুই তোমার রহমত কামনা করছি।"

৬. সাহাবাদের তাকওয়ার ফলাফল:

তাঁদের তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করেছেন, দুনিয়ার ওপর বিজয় দিয়েছেন, এবং আখেরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

৭. সাহাবাদের তাকওয়া আজকের মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয়:

বর্তমান মুসলিমদের উচিত সাহাবাদের মত তাকওয়ার জীবন ধারণ করা

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

"তোমরা রসদ সংগ্রহ করো, সর্বোত্তম রসদ হলো তাকওয়া।" [৪৫]

সাহাবাদের জীবনে তাকওয়া ও খোদাভীতি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তাঁদের তাকওয়ার জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয়। মুসলিম সমাজে তাকওয়া ও খোদাভীতি ফিরিয়ে আনাই সাহাবাদের জীবন থেকে নেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

অধ্যায় ১৬: সাহাবায়ে কিরামের দানশীলতা ও দাক্ষিণ্যতার আদর্শ

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে দান ও দাক্ষিণ্যতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। তাঁরা কখনো দান করার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, দানই সম্পদের প্রকৃত নিরাপত্তা এবং জান্নাতের পথ।

১. কুরআনে দানের আদেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে দান করো।" [৪৬]
সাহাবায়ে কিরাম এই আয়াত অনুযায়ী নিজেদের সর্বোচ্চ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। ২. সাহাবাদের দানের অনন্য দৃষ্টান্ত:
হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ এর ডাকে সম্পূর্ণ মাল-মত্তা দান করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজের সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাবুক যুদ্ধে একাই তিনশো উট, শতশত স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন।

৩. সাহাবাদের দান ছিল নিঃস্বার্থ:
তাঁরা দান করতেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"আমরা তোমাদেরকে দান করি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমরা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" [৪৭]

৪. সাহাবাদের দান গোপনে ও প্রকাশ্যে:
তাঁরা গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করতেন। কখনো রাতে, কখনো দিনে দান করতেন।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

"যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে।" [৪৮] (সূরা বাকারা,২/২৭৪)

৫. সাহাবাদের দানশীলতা দারিদ্র্যের ভয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল:
হযরত আবু দরদা (রা.) বলতেন:
"দান করো, কারণ তুমি জানো না কখন দরকার হবে, কখন তোমার উপর গরিবি আসবে। দান তোমাকে রক্ষা করবে।" [৪৯]

৬. সাহাবাদের দান ছিল আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ:

রাসূল ﷺ বলেন: "দান করা সম্পদ কখনো কমাবে না।" – (মুসলিম)
সাহাবায়ে কিরাম বিশ্বাস করতেন, দান করলে আল্লাহ বরকত দেবেন।

৭. সাহাবাদের দান ছিল দরিদ্র, এতিম, মিসকিন, মুক্তি প্রার্থীদের জন্য:
তাঁরা সমাজের সব স্তরে দান করতেন।

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাঁদের সম্পদে ছিল প্রার্থীর ও বঞ্চিতের হক।" [৫০]

৮. সাহাবাদের দান ও দাক্ষিণ্যতা আমাদের জন্য আদর্শ:
বর্তমান সমাজে দান ও দাক্ষিণ্যতার এই সাহাবী আদর্শ ফিরিয়ে আনা জরুরি।
হযরত উমর (রা.) বলতেন: "দান করো, যেন তোমার অন্তর নরম হয় এবং আল্লাহর রহমত তোমার প্রতি প্রসারিত হয়।"

৯. সাহাবাদের দানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন:
সাহাবাদের দানের ফলে মদিনার মুসলিম সমাজে অভাব দূর হয়েছিল। মসজিদ, রাস্তা, কূপ, যুদ্ধসামগ্রী ইত্যাদি দানের মাধ্যমে তারা জনকল্যাণ নিশ্চিত করতেন।

১০. সাহাবাদের দানের শিক্ষা:
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান, দরিদ্র, এতিম, মিসকিনদের প্রতি দয়া, সমাজকল্যাণ ও ইসলামের উন্নয়নে দান। সাহাবায়ে কিরামের দানশীলতা ও দাক্ষিণ্যতা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিঃস্বার্থ। তাঁদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যেন আমরা দানকে জীবনের একটি অংশ করি। তাঁদের এই গুণ আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

অধ্যায় ১৭: সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ও ইসলামের প্রচারকর্ম

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দাওয়াতি সৈনিক। তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত এবং ইসলামের প্রচারে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে ইসলাম আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে পারস্য, রোমান সাম্রাজ্য, আফ্রিকা, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

১. কুরআনে দাওয়াতের নির্দেশ:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" [৫১] সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশ বাস্তবায়নে নিবেদিত ছিলেন।

২. সাহাবাদের দাওয়াতি দায়িত্ববোধ:

রাসূল ﷺ তাঁদের বলেছিলেন:

"তোমরা উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার বাণী পৌঁছে দাও।" – (সহিহ বুখারি)

সাহাবায়ে কিরাম এই দায়িত্বকে জীবনের চেয়েও বড় মনে করতেন।

৩. সাহাবাদের দাওয়াতি প্রচারকর্মের বৈশিষ্ট্য:

হিকমত ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত। আচরণ ও জীবনের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত।স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বুঝে দাওয়াত দেওয়া। আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে দাওয়াত দেওয়া।

৪. সাহাবাদের দাওয়াতি মিশন:

হযরত মু'আয (রা.) ইয়েমেনে গিয়েছিলেন দাওয়াত দিতে। হযরত আবু মূসা আশ'আরি (রা.) ইরাকে দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত উক্বা ইবনে নাফি (রা.) আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন।

৫. সাহাবাদের দাওয়াতের পদ্ধতি:

তাঁরা প্রথমে তাওহীদ, তারপর নামাজ, রোযা, যাকাতের দাওয়াত দিতেন।

রাসূল ﷺ হযরত মু'আয (রা.) কে বলেছিলেন:

"তুমি যখন ইয়েমেনে যাবে, প্রথমে তাঁদেরকে আল্লাহর একত্বের দাওয়াত দেবে। তারপর নামাজ ও যাকাতের কথা বলবে।" – (বুখারি)

৬. সাহাবাদের দাওয়াতি সংগ্রামের দৃষ্টান্ত:

হযরত বেলাল (রা.) অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেও তাওহীদের দাওয়াত থেকে সরেননি। হযরত সুমাইয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণের অপরাধে প্রথম শহীদ হন।

৭. সাহাবাদের দাওয়াতি জীবন ছিল সর্বত্র:

তাঁরা বাজার, মসজিদ, যুদ্ধক্ষেত্র, ঘর-বাড়ি, দূতাবাস–সব জায়গায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। ৮. সাহাবাদের দাওয়াতে ছিল সবর ও সহনশীলতা:

তাঁরা কখনো কটুক্তি বা বিরোধিতায় উত্তেজিত হতেন না। বরং ধৈর্য ও ক্ষমার মাধ্যমে দাওয়াত চালিয়ে যেতেন।

৯. সাহাবাদের দাওয়াতি আদর্শ আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক:

আজকের মুসলিমদের উচিত সাহাবীদের মত দাওয়াতের দায়িত্ব নেওয়া।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

"আর কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং সৎকাজ করে।" [৫২]

১০. সাহাবাদের দাওয়াতের ফলে ইসলামের বিস্তার:

সাহাবাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের নিষ্ঠা, ধৈর্য, ত্যাগ এবং দাওয়াতি আদর্শ ছিল এই বিজয়ের মূল। সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতি জীবন ছিল তাওহীদের দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের বাস্তব রূপ। তাঁদের দাওয়াতি আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি।

অধ্যায় ১৮: সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিত্রে ইখলাস (নির্ভেজাল আন্তরিকতা)

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে ইখলাস বা নির্ভেজাল আন্তরিকতা ছিল তাঁদের আমল, দাওয়াত, দান, জিহাদ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতেন। কোনো অহংকার, খ্যাতি বা মানুষের প্রশংসার আশায় কিছুই করতেন না।

১. কুরআনে ইখলাসের গুরুত্ব:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

"বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাঁর ইবাদত করি।" [৫৩] (সূরা যুমার: ১১)

সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশমতে তাঁদের ইবাদত ও দাওয়াতে ইখলাস বজায় রাখতেন।

২. সাহাবাদের জীবনে ইখলাসের নিদর্শন:

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন:

"আমার অন্তর চাই না যে, মানুষের মাঝে আমি জানাজানি হই। আমি চাই কেবল আমার রব জানুন।"

৩. সাহাবাদের গোপন আমল:

তাঁরা গোপনে আমল করাকে উত্তম মনে করতেন।

৪. সাহাবাদের ইখলাসের ফলে বরকত:

তাঁদের ইখলাসের কারণে আল্লাহ তাঁদের অল্প আমলেও বরকত দিতেন এবং তাঁরা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় অর্জন করেছিলেন।

৫. সাহাবাদের ইখলাসের প্রভাব:

তাঁদের ইখলাসপূর্ণ জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা জীবনভর নিজের আমলকে অপ্রতুল মনে করতেন।

৬. সাহাবাদের ইখলাস ছিল অন্তরের অবস্থা:

তাঁরা বাহ্যিক কাজে মনোযোগী হওয়ার চাইতে অন্তরের ইখলাসে মনোযোগী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলতেন:

"আমলের চাইতে নিয়ত ঠিক করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

৭. ইখলাস ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাঁদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন তাঁরা আল্লাহর জন্য নির্ভেজালভাবে ইবাদত করেন।" [৫৪]

৮. সাহাবাদের ইখলাস আমাদের জন্য আদর্শ:

বর্তমান সময়ে আমাদের উচিত সাহাবাদের মত ইখলাসপূর্ণ জীবন গঠন করা। সব কাজের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি করা এবং কোনো প্রকার লোক দেখানো থেকে বিরত থাকা। সাহাবায়ে কিরামের ইখলাসপূর্ণ জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়, কাজের বাহ্যিক রূপের চেয়ে নিয়ত ও ইখলাসের মান অনেক বড়। তাঁরা সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রধান্য দিতেন। তাঁদের এই আদর্শ অনুসরণ করা মুসলিম জীবনের মূল স্তম্ভ।

অধ্যায় ১৯: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে পরকালের ভয় ও আশা

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে পরকালীন জীবনের ভয়, আল্লাহর শাস্তির আশঙ্কা এবং জান্নাতের আশা ছিল খুবই গভীর। তাঁরা পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে আখিরাতের জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের জীবনে ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহভীতি এবং জান্নাত লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রতিটি কাজে প্রতিফলিত।

১. কুরআনে পরকালভীতির গুরুত্ব:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

"তোমরা সেই দিনের ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। [৫৫]

সাহাবায়ে কিরাম এই আয়াত শুনে প্রচণ্ড ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

২. সাহাবাদের পরকালীন জীবনের ভয় ছিল এমন যে:

তাঁরা নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভয় পেতেন যে, এটি হয়তো তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস। হযরত উসমান (রা.) কবর দেখলে এত কান্না করতেন যে দাড়ি ভিজে যেত।

৩. সাহাবাদের জীবন ছিল পরকালের ভয় ও জান্নাতের আশায় ভরা:

তাঁরা নামাজে দাঁড়িয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, মনে হতো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের চোখ সবসময় পরকালীন জবাবদিহির চিন্তায় অশ্রুসিক্ত থাকত।

৪. সাহাবাদের দোয়ায় পরকালের ভয়:

তাঁদের দোয়া ছিল:

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আখিরাতকে সহজ করো। তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করো।"

৫. কুরআনে সাহাবাদের পরকাল চিন্তা:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

"আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে সেই দিনকে ভয় করি, যেদিন মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও কঠিন হয়ে যাবে।" [৫৬]

৬. সাহাবাদের জীবনে জান্নাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা:

তাঁরা নিজেদের আমলকে তুচ্ছ মনে করলেও আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখতেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস রয়েছে।" [৫৭]

৭. সাহাবাদের পরকালভীতির ফলে ছিল তাঁদের জীবন নম্র ও বিনয়ী:

তাঁরা কখনো নিজেদের বড় মনে করতেন না। বরং মনে করতেন, জান্নাত পেতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে।

৮. সাহাবাদের এই পরকালভীতির শিক্ষা:

আজকের দিনে আমাদের উচিত সাহাবায়ে কিরামের মত পরকালের ভয় ও জান্নাতের আশায় জীবন গঠন করা। যেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন যাপন করি এবং পরকালের ভয় আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়।

সাহাবায়ে কিরামের জীবনে পরকালের ভয় ও আশা ছিল তাদের ঈমানের প্রাণ। তাঁরা সবসময় আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। তাঁদের এই জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

অধ্যায় ২০: সাহাবায়ে কিরামের জীবনে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল)

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) জীবনে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ছিল একটি মৌলিক নীতি। তাঁরা জানতেন যে, সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ, এবং কোন কাজই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সফল হতে পারে না। তাঁদের জীবনে তাওয়াক্কুল, অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১. কুরআনে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।" [৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যারা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন।

২. সাহাবাদের তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত:

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ছিলেন তাওয়াক্কুলের প্রকৃত উদাহরণ। একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, যখন রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ এর সাথে গমন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন: "আমি আমার সমস্ত মাল-মত্ত সহরাসাত করে রাসূল ﷺ এর সাথে যাত্রা করছি, কারণ আল্লাহই আমাদের সহায়।"

৩. তাওয়াক্কুলে সাহাবাদের অটল বিশ্বাস:

হযরত আলী (রা.) একবার বলেছিলেন

"আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সবকিছু করি, তবে আমি নিজে যেন আমার পরিশ্রম বাদ না দিয়ে বসে না থাকি।"

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, সাহাবারা বিশ্বাস করতেন, তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে প্রচেষ্টা, পরিশ্রম এবং কাজ করাও জরুরি।

৪. হাদীসে তাওয়াক্কুল:

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো, যেমনভাবে তাওয়াক্কুলের উপযুক্ত, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক দেন, যেমনটি পাখিরা ভোরে বের হয়ে খুঁজে আসে এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে।" – (তিরমিজি)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা।

৫. সাহাবাদের তাওয়াক্কুলের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত:

যখন হযরত উমর (রা.) একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সেনাদের বলেন:

"অবশ্যই আমরা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করছি, তবে আমাদের জন্য আমাদের পরিশ্রমও জরুরি।"

৬. তাওয়াক্কুলের পদ্ধতি:

প্রথমত, আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয়ত, সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং যথাযথ পরিশ্রম করা। তৃতীয়ত, যখন ফলস্বরূপ কিছু পাওয়া না যায়, তখন আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৭. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ইসলামী জিহাদ:

যুদ্ধের সময় সাহাবারা তাওয়াক্কুলের প্রকৃত প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন।

যেমন হযরত সালাহুদ্দিন আইয়ুবি (রা.) বলেছেন, "আমরা যুদ্ধে নিছক নিজের পরিশ্রমে বিশ্বাস করি না, আমরা আল্লাহর সাহায্যের উপর তাওয়াক্কুল করি।"

৮. সাহাবাদের তাওয়াক্কুল ও দানে উদাহরণ:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একবার দান করার সময় বলেছিলেন:

"আমি যেটি দান করছি তা আমার আল্লাহর দান, কারণ তিনি আমার রিযিক প্রদানকারী।"

৯. তাওয়াক্কুলের ফলে সাহাবাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি:

তাওয়াক্কুল করার ফলে সাহাবারা জীবনে যে অভ্যন্তরীণ শান্তি পেতেন, তা অপরিসীম। তাঁরা জানতেন যে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাই কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন না।

১০. সাহাবাদের তাওয়াক্কুল আমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত:

আমাদেরও উচিত সাহাবাদের মত তাওয়াক্কুলের মূলনীতিকে জীবনযাপনে বাস্তবায়িত করা। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, তাওয়াক্কুল শুধু আল্লাহর উপর নির্ভরতা নয়, বরং সেটা কাজের জন্য সঠিক প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য।

সাহাবায়ে কিরামের জীবনে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ছিল তাঁদের জীবনের মূল ভিত্তি। তাঁরা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সঁপে দিয়ে তাঁর উপর ভরসা রাখতেন, তবে সঠিক পরিশ্রম ও চেষ্টা করতেন। আমাদের জীবনে তাওয়াক্কুল ও সঠিক প্রচেষ্টা একত্রে পালন করা উচিত।

উপসংহার

সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন সেই মহামানবগণ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছেন, ঈমানে অটল ছিলেন এবং ইসলামের জন্য তাঁদের জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। ইসলামের প্রসার, কুরআনের হিফাজত, হাদীস সংরক্ষণ, দ্বীনের যাবতীয় শাখা বিকাশ–সবকিছুর মূলে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১। এই গবেষণায় আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছি:

২। সাহাবা শব্দের সংজ্ঞা ও তাঁদের পরিচয়,

৩। তাঁদের ঈমান, তাকওয়া ও ইবাদতের গভীরতা,

৪। রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা,

৫। তাঁদের ইলমপ্রিয়তা ও দাওয়াতি চেতনা,

৬। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, আখিরাতের ভয়, দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা,

৭। সামাজিক, রাজনৈতিক ও জিহাদি ভূমিকা এবং

৮। তাঁদের উপর কুরআন ও হাদীসভিত্তিক আলোকপাত।

বিশেষ করে কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে নিশ্চিত। যেমন:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"আল্লাহ তাঁদের (সাহাবাদের) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

(সূরা তাওবা: ১০০)

রাসূল ﷺ বলেন: "তোমরা আমার সাহাবাদের গালমন্দ করো না। যদি তোমাদের কেউ উহুদের পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করেও, তাঁদের আমলের সমান হতে পারবে না।" – (বুখারি, মুসলিম)

এইসব দলিল প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা নিয়ে সন্দেহ বা কটুক্তি করা ঈমানের পরিপন্থী।

গবেষণার ফলাফল:

১। সাহাবাদের জীবন এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনদর্শন।

২। তাঁদের অনুসরণ করা মানে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মান্য করা।

৩। সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন।

সুপারিশ:

১। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে সাহাবায়ে কিরামের জীবনী প্রচার করা।

২। মসজিদ, মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের জীবনচরিত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি।

৩। সাহাবাদের উপর ভিত্তিক বই-পুস্তক, প্রামাণ্যচিত্র ও পাঠ্যপুস্তক তৈরি।

৪। সাহাবাদের মানহানিকারীদের বিরুদ্ধে সঠিক জবাব ও শিক্ষাবিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণ।

উপসংহারে বলা যায়:

সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন ইসলামের ভিত্তি রক্ষাকারী এক মহাসমষ্টি। তাঁদের ভালোবাসা রাখা, তাঁদের পথ অনুসরণ করা এবং তাঁদের সম্মান রক্ষা করা ঈমানের আবশ্যিক অংশ। মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁদের জীবন পথনির্দেশক। তাই আমরা যেন তাঁদের মর্যাদা স্বীকৃতি দিয়ে জীবন গঠন করি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এই শিক্ষায় গড়ে তুলি।

রেফারেন্স

[১] সহিহ বুখারী - ৩৬৪৯, ৬২/১

[২] (সূরা তাওবা, ৯/১০০, আল-বায়ান)

[৩] (সূরা হাদীদ: ১০, মুসলিম বাংলা)

[৪] (সূরা হুজুরাত, ৪৯/১৫, তাফসীর তাইসীরুল কুরআন)

[৫] (মুসলিম ২৫৪০)

[৬] (সূরা হুজুরাত, ৯/৭২, আল-বায়ান)

[৭] (সূরা হুজুরাত: ১৫)

[৮] (সুরা তওবা, ৯/২০, আল-বায়ান)

[৯] (সূরা ইউনুস, ১০/৬৪, আল-বায়ান)

[১০] (সূরা ফাতহ, ৪৮/ ১৮, তাইসিরুল)

[১১] (সূরা আনফাল, ৮/৭৪)

[১২] (সূরা হাশর, ৫৯/১০, আল বায়ান)

[১৩] (সহিহ বুখারি, অধ্যায় ৬২, আধুনিক প্রকাশনী- ৩৩৭৯, ইসলামী ফাউন্ডেশন-৩৩৮৬)

[১৪] (সহিহ মুসলিম, অধ্যায় ৪৫, ই.ফা.৫৯৫৭, ই,সে ৫৯৯৭)

[১৫] (সহিহ মুসলিম, অধ্যায় ৪৫, হাদিস নং- ৬০৮১, ই.ফা.৫৯৭১, ই, সে ৬০১০)

[১৬] (তিরমিযি, পরিচ্ছেদ-২৬, হাদিস নং-৩৭৪৭)

[১৭] (সহিহ বুখারি, হাদিস - ৩৭৭১)

[১৮] (ফাতহুল বারি, খ--৭, পৃষ্ঠা ৩০৫)

[১৯] (সহিহ মুসলিম, হাদিস - ২৪৯৫)

[২০] (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ--৫, পৃষ্ঠা ২৫)

[২১] (সূরা নাহল,১৬/৪৩)

[২২] (সূরা নাহল,১৬/ ১২৫)

[২৩] (সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১০৪)

২৪] (সূরা আনফাল, ৮/৩, তাফসীর তাইসীরুল কুরআন)

[২৫] (সহীহ বুখারী: ১১২০,১৯/১, আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১০৫৪)
[২৬] (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং- ১০৯)
[২৭] (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ৯২)
[২৮] (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১২৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১২২)
[২৯] (সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং, ১৮৫)
[৩০] (সূরা আল-আ'লা, ৮৭/১৭)
[৩১] (সূরা আয-যারিয়াত,৫১/ ৫০)
[৩২] (সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত- ৫)
[৩৩] (সহিহ বুখারি, ১/৭)
[৩৪] (সূরা হুজুরাত, আয়াত নং- ২)
[৩৫] (সূরা নাহল,১৬/ ১২৫)
[৩৬]. আল মু ‘জামুল কাবীর লিত ত্ববরানী খ.১৮, পৃ.২৪৮, হা/৬২৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম খ.০১, পৃ. ১৭৪, হা/৩২৯।
[৩৭]. সকল সূত্রে সহীহ, আবু দাউদ হা/৪৬০৭, তিরমিযী হা/২৬৭৬, ইবনু মাজাহ (মুকাদ্দামা-৩৪), আলবানী, ইরওয়া হা/২৪৫৫।
[৩৮] (সূরা যুমার, ৩৯/৯)
[৩৯] (সহীহ বুখারি, পরিচ্ছেদ -৩)
[৪০] (সূরা মুজাম্মিল, ৭৩/৪)
[৪১] (সূরা তওবা,৯/ ১১১)
[৪২] [সূরা বাকারাহ,২/১৯০]
[৪৩] (সূরা হুজরাত, আয়াত- ১৩)
[৪৪] (সূরা যারিয়াত, আয়াত- ১৭)
[৪৫] (সূরা বাকারা, আয়াত নং- ১৯৭)
[৪৬] (সূরা বাকারা, আয়াত নং- ২৫৪)
[৪৭] (সূরা দাহর, আয়াত নং- ৯)
[৪৮] (সূরা বাকারা,২/২৭৪)
[৪৯] (আল-কাউসার)
[৫০] (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং- ১৯)
[৫১] (সূরা নাহল: ১২৫)
[৫২] (সূরা ফুসসিলাত: ৩৩)
[৫৩] (সূরা যুমার: ১১)
[৫৪] (সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫)

[৫৫] (সূরা বাকারা: ২৮১)
[৫৬] (সূরা দাহর: ৯-১০)
[৫৭] (সূরা কাহফ: ১০৭)
[৫৮] (সূরা তালাকঃ ৩)